291641 - রোযার উপর বেটোফেরিন ইনজেকশনের প্রভাব এবং এ ইনজেকশনের পরে যদি প্রচুর পানি ও খাবার খেতে হয় তাহলে কী করণীয়?

প্রশ্ন

আমার ভাইয়ের ব্যাপারে আমার একটি প্রশ্ন আছে। সে স্ক্লেরোসিস রোগের কারণে বেটোফেরিন ইনজেকশন নিচ্ছে। ইনজেকশনটি চামড়ার নীচে দেওয়া হয়। ডাক্তার তাকে বলেছে: ইনজেকশনটি নেয়ার পর রোগীকে বেশি পরিমাণে পানি পান করতে হবে; যাতে করে কিডনিতে চাপ না পড়ে এবং শরীর যাতে পর্যাপ্ত খাদ্য পায় তাই ভাল খাবার খেতে হবে। উল্লেখ্য, ডাক্তার তাকে এ কথাও বলেছে যে, তুমি রোযা রাখতে পারবে না। কিন্তু, রমযান আসার আগেই রোযা রাখার পাকাপোক্ত নিয়ত করে থাকলে ও তুমি শক্তি অনুভব করলে; তাহলে রোযা রাখতে পার। বিঃদ্রঃ আমার ভাই শুধু যেই দিন ইনজেকশন নেয় ঐ দিন রোযা রাখে না। এ বিষয়টির ফতোয়া জানতে চাই।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যে সব ইনজেকশনে খাদ্য উপাদান নেই সেগুলো রোযা ভঙ্গ করে না; যেমনটি 49706 নং প্রশ্নোত্তরে বর্ণিত হয়েছে।

দুই:

যদি এ ইনজেকশনগুলো গ্রহণকারীর প্রচুর পানি ও খাবার গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তাহলে তাকে দেখতে হবে যদি ইফতার করার পর ইনজেকশনটি নেয়া যায় এবং এতে করে রোগীর কোন ক্ষতি না হয় কিংবা কষ্ট না হয় তাহলে সেটাই ওয়াজিব।

আর যদি ইফতার পর্যন্ত বিলম্ব করলে রোগীর ক্ষতি হয় কিংবা কষ্ট হয় তাহলে রোযা না রাখাই মুস্তাহাব এবং রোযা রাখা মাকরুহ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

রোগীর কয়কেটি অবস্থা হতে পারে:

১। রোযা পালনরে কারণে যে রোগীর উপর শারীরকি কোন প্রভাব পড়ে না; যমেন- হালকা সর্দি, হালকা মাথাব্যথা, দাঁতে ব্যথা ইত্যাদরি ক্ষত্রেে রোযা ভাঙ্গা জায়যে নয়। যদওি আলমেগণরে কউে কউে নম্মিনোক্ত আয়াতরে দলীলরে ভত্তিতিে বলছেনে যে তার জন্যওে রোযা ভাঙ্গা জায়যে।

ومن كان مريضاً...

2 البقرة: 185

“আর কউে অসুস্থ থাকল...” [সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৫]

তবে আমরা বলবো- এই হুকুমটি একটি ইল্লত (কারণ) এর সাথে সম্পৃক্ত। আর তা হলো রোযা ভঙ্গ করাটা রোগীর জন্য বশেি আরামদায়ক হওয়া। যদি রোযো রাখলে রোগীর উপর শারীরকি কোন প্রভাব না পড়ে তবে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা নাজায়যে। বরং তার উপর রোযা রাখা ওয়াজবি।

২। যদি রোগীর উপর রোযা রাখা কষ্টকর হয়; কন্তিু ক্ষতকির না হয়। এমন রোগীর জন্য রোযা রাখা মাকরুহ। রোযা না-রাখা তার জন্য সুন্নত।

৩। যদি রোযা রাখা তার জন্য কষ্টকর ও ক্ষতকির হয়। যমেন যে ব্যক্তি কডিনরি রোগে আক্রান্ত কংিবা ডায়াবটেকিস রোগে আক্রান্ত কংিবা এ ধরণরে অন্য কোন রোগ; রোযা রাখা যে রোগরে জন্য ক্ষতকির-- এমন রোগীর জন্য রোযা রাখা হারাম।

এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা রোযা রাখতে অতি উৎসাহী রোগীদরে ভুল জানতে পারি রোযা রাখা যাদরে জন্য কষ্টকর; হতে পারে ক্ষতকির; কন্তিু তদুপরি তারা রোযা ভাঙ্গতে রাজি নয়।

আমরা বলব: তারা ভুল করছেনে। যহেতেু তারা আল্লাহ্‌র দয়া ও আল্লাহ্‌র দয়ো ছাড়কে গ্রহণ করনেনি এবং নজিদেরে ক্ষতি করছেনে। অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা বলছনে: "তোমেরা নজিদেরেকে ধ্বংসরে দকিে নক্ষিপে করো না" ।[সূরা নসিা, ৪:২৯]”[আশ্‌-শারহুলমুমতি (৬/৩৫২)]

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।